#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

From

20th July to 25th July 2026

RICE IAS

INDEX

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** **01**
   - 1.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা 01
     - 1.1.1. রাজনৈতিক দলত্যাগ এবং গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা: সাংবিধানিক নৈতিকতাকে শক্তিশালীকরণ 01
     - 1.1.2. ভারতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ: আইনি কাঠামো, সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং শাসনব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ 04
     - 1.1.3. পথচারীদের অধিকার ও রাস্তার হকারদের জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা সম্ভব? 08
2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** **12**
   - 2.1. অর্থনীতি 12
     - 2.1.1. ভারতের ফিউচারস অ্যান্ড অপশনস (F&O) এর আকস্মিক বৃদ্ধি করা 12
     - 2.1.2. ভারতের কর্মসংস্থানের বৈপরীত্য: কাঠামোগত অভিঘাত ও লিঙ্গ বৈষম্য 15

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM **IAS 10-Month GS PCM** **Degree + IAS** **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. রাজনৈতিক দলত্যাগ এবং গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা: সাংবিধানিক নৈতিকতাকে শক্তিশালীকরণ

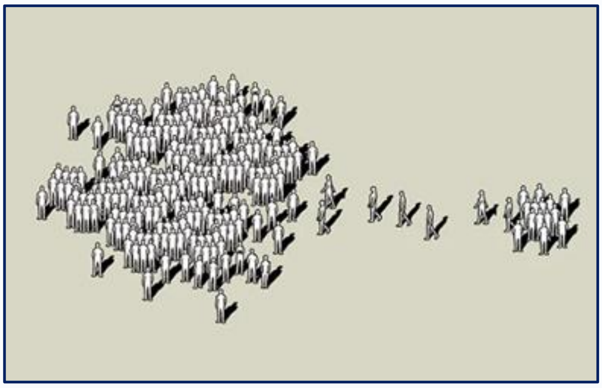

প্রসঙ্গ (Context)

পুনরাবৃত্ত রাজনৈতিক দলত্যাগ **নির্বাচনী জনদেশের পবিত্রতা, সাংবিধানিক নৈতিকতা, গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা** এবং ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে **দলত্যাগ বিরোধী আইনের** কার্যকারিতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে।

ভূমিকা (Introduction)

রাজনৈতিক দলত্যাগ—যখন একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি যে দলের জনদেশে বিজয়ী হয়েছিলেন সেই দল ত্যাগ করেন—তা **সাংবিধানিক নৈতিকতা, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, জনসাধারণের বিশ্বাস** এবং **জনগণের জনদেশের পবিত্রতা** নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Constitutional and Institutional Framework)

1. **দশম তফসিল (দলত্যাগ বিরোধী আইন), 1985**
    - 52**তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইনের** মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
    - নীতিহীন দলত্যাগ প্রতিরোধ করা এবং নির্বাচিত সরকারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এর উদ্দেশ্য।
2. **91তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, 2003**
    - **দলত্যাগ বিরোধী বিধানসমূহকে** আরও শক্তিশালী করেছে।
    - **মন্ত্রী পরিষদের আকার** সীমিত করেছে।
    - এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের দল ভাঙনের (splits) আইনি সুরক্ষা তুলে দিয়েছে, তবে একীকরণের (mergers) বিধান বজায় রেখেছে।
3. **সাংবিধানিক বিধানসমূহ (Constitutional Provisions)**
    - **ধারা 102** – সংসদ সদস্যদের অযোগ্যতা।
    - **ধারা 191** – রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অযোগ্যতা।

গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় রায় (Important Judicial Pronouncements)

- **কিহোতো হলোহান বনাম জাচিলহু (1992):** দশম তফসিলের **সাংবিধানিক বৈধতা** বহাল রেখেছে এবং স্পিকারের সিদ্ধান্তের **বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার** অনুমতি দিয়েছে।
- **নবাম রেবিয়া (2016):** স্পিকারকে অপসারণের প্রস্তাব অমীমাংসিত থাকলে স্পিকারের ক্ষমতা সীমিত করেছে।
- **কিশাম মেঘচন্দ্র সিং (2020):** পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে অযোগ্যতার আবেদনগুলি সাধারণত **তিন মাসের মধ্যে** নিষ্পত্তি করা উচিত।

কেন রাজনৈতিক দলত্যাগ ঘটে? (Why Do Political Defections Occur?)

- **রাজনৈতিক ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা:** আইনপ্রণেতারা মন্ত্রী পদ, অধিক রাজনৈতিক প্রভাব বা সরকারে ভূমিকা সুরক্ষিত করতে দল পরিবর্তন করতে পারেন।

- **নির্বাচনী অস্তিত্ব রক্ষা:** পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক সমীকরণ এবং ভোটারদের পছন্দ পরিবর্তনের ফলে প্রায়শই নেতারা নির্বাচনীভাবে শক্তিশালী মনে হওয়া দলগুলিতে যোগ দিতে উৎসাহিত হন।
- **আদর্শগত ও নেতৃত্বের মতপার্থক্য:** নীতিগত দ্বিমত, উপদলীয় কোন্দল বা দলীয় নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
- **দলের অভ্যন্তরীণ দুর্বল গণতন্ত্র:** কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অভ্যন্তরীণ ভিন্নমতের সীমিত সুযোগ দলীয় সংহতি হ্রাস করে এবং দলত্যাগের সম্ভাবনা বাড়ায়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক উদ্দীপনা:** দলত্যাগ বিরোধী আইনের ফাঁকফোকর, অযোগ্যতা ঘোষণায় বিলম্ব এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সম্ভাবনা দলত্যাগের ঝুঁকি কমায় ও লাভ বাড়ায়।

রাজনৈতিক দলত্যাগ থেকে সৃষ্ট উদ্বেগসমূহ (Concerns Arising from Political Defections)

1. **গণতান্ত্রিক জনদেশ এবং সাংবিধানিক নৈতিকতার অবক্ষয়:**

   দলত্যাগ নতুন জনদেশ না নিয়ে জনগণের রায় পরিবর্তন করে, যা **জনগণের সার্বভৌমত্ব** এবং **সাংবিধানিক নৈতিকতাকে** দুর্বল করে।

2. **প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ও দায়বদ্ধতা হ্রাস পাওয়া:**

   ঘন ঘন দলত্যাগ দলের আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে **প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে** হালকা করে এবং ভোটারদের প্রতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা কমায়।

3. **প্রাতিষ্ঠানিক অস্থিরতা এবং শাসন ঘাটতি:**

   অযোগ্যতার বিচার প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, স্পিকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন এবং দলত্যাগ বিরোধী আইনের ফাঁকফোকর শাসনের অনিশ্চয়তা তৈরি করে ও **প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা** ক্ষুণ্ণ করে।

4. **সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার পতন:**

   দলত্যাগ বিরোধী দলকে দুর্বল করে, আইনসভার জবাবদিহিতা ও নীতি সংক্রান্ত আলোচনা হ্রাস করে, যার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য **ভারসাম্য রক্ষা ব্যবস্থা** (checks and balances) ব্যাহত হয়।

5. **সুযোগসন্ধানী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির উত্থান:**

   দুর্বল অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্র, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং রাজনৈতিক উদ্দীপনা আদর্শের চেয়ে লেনদেনের রাজনীতিকে উৎসাহিত করে, যা **নৈতিক রাজনৈতিক আচরণকে** ক্ষতিগ্রস্ত করে।

6. **গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি জনবিশ্বাসের অবনতি:**

   পুনরাবৃত্ত দলত্যাগ ভোটারদের মধ্যে চরম নৈরাশ্য সৃষ্টি করে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আস্থা কমায় এবং **গণতান্ত্রিক শাসনের বৈধতা** হ্রাস করে।

কমিটির সুপারিশসমূহ (Committee Recommendations)

- **দিনেশ গোস্বামী কমিটি (1990):** হুইপ (Whip)-এর প্রয়োগ কেবল সরকারের স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে এমন ভোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছে।
- **আইন কমিশন (170তম প্রতিবেদন):** রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে **অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র** শক্তিশালী করার সুপারিশ করেছে।
- **সংবিধানের কার্যকারিতা পর্যালোচনার জন্য জাতীয় কমিশন (NCRWC):** গণতান্ত্রিক ভিন্নমতকে রক্ষা করে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা জোরদার করার সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছে।
- **দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (ARC):** জনজীবনে **নৈতিকতা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতার** ওপর জোর দিয়েছে।

সামনের পথ (Way Forward)

1. **সাংবিধানিক নৈতিকতা ও নীতিগত নেতৃত্ব জোরদার করা:**

   কঠোর আচরণবিধি এবং নীতিগত নেতৃত্বের মাধ্যমে রাজনৈতিক আচরণ **সাংবিধানিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক নৈতিকতা** এবং **জনবিশ্বাসের** ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হওয়া উচিত।

2. **দলত্যাগ বিরোধী কাঠামোর সংস্কার:**

   নিরপেক্ষতা এবং আইনি নিশ্চিতকরণ নিশ্চিত করতে একটি **স্বাধীন বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা** প্রতিষ্ঠা এবং দলত্যাগ মামলাগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির নিয়ম চালু করা।

3. **দলীয় অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র গভীর করা:**

   সুযোগসন্ধানী দলত্যাগ কমাতে স্বচ্ছ প্রার্থী নির্বাচন, দলীয় অভ্যন্তরীণ নির্বাচন এবং **আদর্শগত অঙ্গীকারকে** উৎসাহিত করা।

4. **পার্টির হুইপ (Whips) যুক্তিসঙ্গত করা:**

   অনাস্থা প্রস্তাব, অর্থবিল এবং সরকারের স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে এমন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেই হুইপ সীমাবদ্ধ রাখা, আর সাধারণ বিলে আইনপ্রণেতাদের **স্বাধীন আলোচনার** সুযোগ দেওয়া।

5. **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা:**

   জনদেশের পবিত্রতা রক্ষার জন্য রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসে স্বচ্ছতা বাড়ানো, সচেতন ভোটার অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং **নির্বাচনী দায়বদ্ধতা** জোরদার করা।

6. **প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাংবিধানিক সচেতনতা জোরদার করা:**

   গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারে নাগরিক ও সাংবিধানিক শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি **আইনসভা, নির্বাচন কমিশন এবং বিচার বিভাগের** মধ্যে সমন্বয় উন্নত করা।

7. **প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্র রক্ষা করা:**

   স্থায়ী সরকার এবং এক একটি নির্ভরযোগ্য বিরোধী দলের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করা, যার ফলে **আইনসভার তদারকি** এবং **গণতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা** শক্তিশালী হয়।

চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি (Thinkers' Perspective)

- **ড. বি. আর. আম্বেদকর:** সংবিধানের সফল কার্যকারিতার জন্য **সাংবিধানিক নৈতিকতা** অপরিহার্য।
- **অ্যারিস্টটল: সুশাসন** তখনই বজায় থাকে যখন সরকারি পদ ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে জনকল্যাণে কাজ করে।
- **কৌটিল্য:** শাসনের বৈধতা চূড়ান্তভাবে জনগণের **আস্থা ও কল্যাণের** ওপর নির্ভর করে।

উপসংহার (Conclusion)

গণতন্ত্রের বৈধতা কেবল নির্বাচনে জয়ের মধ্যে নয়, বরং জনগণের জনদেশকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যেও নিহিত। **সাংবিধানিক নৈতিকতা** এবং **গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে** শক্তিশালী করাই হলো ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার মূল চাবিকাঠি।

Q. Political defections are not merely questions of legislative arithmetic but challenges to constitutional morality and democratic accountability. Examine. Discuss the limitations of the Anti-Defection Law and suggest reforms to strengthen India's parliamentary democracy. 15 Marks

1.1.2. ভারতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ: আইনি কাঠামো, সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং শাসনব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, একটি বৃহৎ জনসমাবেশের সময় দিল্লির কিছু অংশে অস্থায়ীভাবে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা হয়। এই ঘটনাটি আবারও ভারতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের (Internet Shutdown) বিষয়টিকে জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে এবং **জনশৃঙ্খলা, জাতীয় নিরাপত্তা ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য** নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

ভূমিকা

- ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে **সুপ্রিম কোর্ট** পর্যবেক্ষণ করেছে যে, **ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার** (Access to the Internet) সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ক)**-এ প্রদত্ত **মতপ্রকাশের স্বাধীনতা** এবং **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(গ)**-এ প্রদত্ত **যে কোনো পেশা অনুশীলন বা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার স্বাধীনতার** সঙ্গে অন্তর্নিহিতভাবে (intrinsically) যুক্ত।
- যদিও প্রকৃত জরুরি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করার ক্ষমতা রয়েছে, তবে এমন পদক্ষেপ অবশ্যই **বৈধতা** (Legality), **প্রয়োজনীয়তা** (Necessity), **আনুপাতিকতা** (Proportionality) এবং **জবাবদিহিতা** (Accountability)-র সাংবিধানিক নীতিগুলি মেনে চলতে হবে।

ইন্টারনেট শাটডাউন (Internet Shutdown) কী?

- ডিজিটাল অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার মতে, **ইন্টারনেট শাটডাউন** হল ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টারনেট বা ইলেকট্রনিক যোগাযোগ পরিষেবাকে এমনভাবে ব্যাহত করা, যাতে নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠী বা ভৌগোলিক অঞ্চলের জন্য তা সম্পূর্ণভাবে অপ্রাপ্য বা উল্লেখযোগ্যভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে।
- ইন্টারনেট শাটডাউনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে—
  - সম্পূর্ণভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা,
  - মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা,
  - নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবেশ সীমিত করা,
  - অথবা ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে দেওয়া (**থ্রটলিং** (Throttling))।

কেন ইন্টারনেট শাটডাউন আরোপ করা হয়?

সরকার সাধারণত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে—

- প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বা নাগরিক অশান্তির সময় **জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা** এবং **ভুয়ো তথ্য** (Fake News) **ও বিভ্রান্তিকর তথ্য** (Misinformation)-এর বিস্তার রোধ করা।
- সহিংস গোষ্ঠীগুলির সংগঠিত হওয়া প্রতিরোধ করা এবং **সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ** করা।
- সংবেদনশীল নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- জরুরি পরিস্থিতিতে **জননিরাপত্তা** (Public Safety) রক্ষা করা।

ইন্টারনেট শাটডাউন পরিচালনাকারী আইনি কাঠামো

১ বর্তমান আইনি কাঠামো .

বর্তমানে ভারতে ইন্টারনেট শাটডাউন নিম্নলিখিত আইন ও বিধির অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়—

- **টেলিকমিউনিকেশন আইন, ২০২৩** (Telecommunications Act, 2023)-**এর ধারা ২০**
- **টেলিকমিউনিকেশন (অস্থায়ী পরিষেবা স্থগিত) বিধি, ২০২৪** [Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024]

এই বিধানগুলি নিম্নলিখিত পুরনো আইন ও বিধিকে প্রতিস্থাপন করেছে—

- **ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫** (Indian Telegraph Act, 1885)-**এর ধারা ৫(২)**
- **টেলিকম পরিষেবা অস্থায়ীভাবে স্থগিতকরণ বিধি, ২০১৭** (Temporary Suspension of Telecom Services Rules, 2017)

২. ইন্টারনেট শাটডাউন জারির শর্তাবলি

টেলিকমিউনিকেশন আইন, ২০২৩ অনুযায়ী, নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা যেতে পারে—

- **জনজরুরি অবস্থা** (Public Emergency) বিদ্যমান থাকলে; অথবা
- **জননিরাপত্তার** (Public Safety) স্বার্থে তা অপরিহার্য হলে।

অতিরিক্ত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা)Safeguards)

- সিদ্ধান্তের **লিখিত কারণ** (Written Reasons) নথিভুক্ত করতে হবে।
- আদেশ শুধুমাত্র **ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ** (Competent Authority) কর্তৃক জারি করা যাবে।
- শাটডাউনের আদেশ **সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ** (Publication of Orders) করতে হবে।
- ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিতের পরিধি **নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার** (Geographically Limited) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ)Challenges in Implementation)

আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও এখনও বেশ কয়েকটি সমস্যা রয়ে গেছে—

- কিছু রাজ্য সরকার এখনও **বাতিল হয়ে যাওয়া ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫** এবং **২০১৭ সালের বিধি** অনুসরণ করে ইন্টারনেট শাটডাউন জারি করছে।
- এর ফলে **২০২৪ সালের বিধিতে প্রবর্তিত প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা** (Procedural Safeguards) উপেক্ষিত হতে পারে।
- বিভিন্ন রাজ্যে আইন বাস্তবায়নের **একরূপতার অভাব** আইনি অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে।
- ইন্টারনেট শাটডাউনের আদেশ **প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা** (Transparency) এখনও সর্বত্র সমানভাবে নিশ্চিত হয়নি।

ইন্টারনেট শাটডাউন সম্পর্কিত প্রধান উদ্বেগসমূহ)Major Concerns Associated with Internet Shutdowns)

১. নাগরিক স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা

ইন্টারনেট শাটডাউন নিম্নলিখিত অধিকারগুলিকে প্রভাবিত করে—

- **মতপ্রকাশের স্বাধীনতা** (Freedom of Speech and Expression)।
- **তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার** (Access to Information) এবং **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ** (Democratic Participation)।

২. অর্থনৈতিক ক্ষতি

ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়—

- **ডিজিটাল পেমেন্ট ও ব্যাংকিং পরিষেবা**।
- **ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ** (MSMEs) এবং **স্টার্ট-আপ**।
- **ই-কমার্স খাত**, যার কার্যক্রম প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে।

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব

শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা দেয়—

- **অনলাইন ক্লাস ও ডিজিটাল শিক্ষা** ব্যাহত হয়।
- **প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার** অনলাইন পরিচালনা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪. স্বাস্থ্য পরিষেবায় চ্যালেঞ্জ

ইন্টারনেট শাটডাউনের ফলে প্রভাবিত হয়—

- **টেলিমেডিসিন পরিষেবা**।
- **ডিজিটাল স্বাস্থ্য নথি** (Digital Health Records)।
- **জরুরি চিকিৎসা সমন্বয়** (Emergency Medical Coordination)।

৫. শাসনব্যবস্থার সমস্যা

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মনির্ভর সরকারি পরিষেবাগুলি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

উদাহরণ—

- **আধার** (Aadhaar) **প্রমাণীকরণ** (Authentication)।
- **ই-গভর্ন্যান্স পোর্টাল** (e-Governance Portals)-এর পরিষেবা ব্যাহত হয়।

৬. সাংবিধানিক প্রশ্ন

ইন্টারনেট শাটডাউন ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত একাধিক **মৌলিক অধিকার** (Fundamental Rights)-কে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে—

- **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ক)**-এর অধীনে **মতপ্রকাশের স্বাধীনতা** সীমাবদ্ধ হয়।
- **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(গ)**-এর অধীনে **যে কোনো পেশা বা ব্যবসা পরিচালনার স্বাধীনতা** ব্যাহত হয়।
- **অনুচ্ছেদ ২১**-এ অন্তর্ভুক্ত **মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার** (Right to Life with Dignity), **স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার**, **অনলাইন শিক্ষার সুযোগ** এবং **জরুরি যোগাযোগের অধিকার**ও ইন্টারনেট শাটডাউনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়

অনুরাধা ভাসিন বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (২০২০)

এই মামলায় **সুপ্রিম কোর্ট** ইন্টারনেট শাটডাউন সম্পর্কিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক নীতি নির্ধারণ করে।

১) ইন্টারনেট ও মৌলিক অধিকার .Internet and Fundamental Rights)

সুপ্রিম কোর্ট রায়ে স্বীকার করে যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকারগুলি কার্যকরভাবে চর্চা করা হয়—

- **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ক)**-এর অধীনে **মতপ্রকাশের স্বাধীনতা** (Freedom of Speech and Expression)।
- **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১)(গ)**-এর অধীনে **ব্যবসা, বাণিজ্য বা পেশা পরিচালনার স্বাধীনতা** (Freedom of Trade, Business and Profession)।

২) বৈধতার নীতি .Principle of Legality)

- যেকোনো **ইন্টারনেট শাটডাউন অবশ্যই আইনের দ্বারা অনুমোদিত** (Authorised by Law) হতে হবে।

৩) প্রয়োজনীয়তার নীতি .Principle of Necessity)

ভারতে ইন্টারনেট শাটডাউনের পরিস্থিতি)India and Internet Shutdowns)

ভারত এখনও বিশ্বের মধ্যে **সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ইন্টারনেট শাটডাউন** আরোপকারী দেশগুলির অন্যতম।

সাম্প্রতিক প্রবণতা)Recent Trends)

- **প্রতিবাদ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে** প্রায়শই ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা হয়।
- **জম্মু ও কাশ্মীর** ঐতিহাসিকভাবে সর্বাধিক সংখ্যক ইন্টারনেট শাটডাউনের সাক্ষী হয়েছে।
- **রাজস্থান** এবং **মণিপুরেও** বারবার ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করার ঘটনা ঘটেছে।
- জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার একটি উপায় হিসেবে **ইন্টারনেট শাটডাউন** এখনও সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম।

অগ্রগতির পথ

- **টেলিকমিউনিকেশন আইন, ২০২৩** এবং **টেলিকমিউনিকেশন (অস্থায়ী পরিষেবা স্থগিত) বিধি, ২০২৪** কঠোরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- **কম সীমাবদ্ধতামূলক** (Less Restrictive) সব বিকল্প ব্যবস্থা প্রয়োগের পরেই **ইন্টারনেট শাটডাউনকে সর্বশেষ বিকল্প** (Last Resort) হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- সমস্ত ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিতের আদেশ **দ্রুত প্রকাশ** এবং তার **বিস্তারিত কারণ** জানানো বাধ্যতামূলক করে **স্বচ্ছতা** (Transparency) বৃদ্ধি করতে হবে।
- শাটডাউনের **প্রয়োজনীয়তা** (Necessity) এবং **আনুপাতিকতা** (Proportionality) নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য **স্বাধীন পর্যালোচনা ব্যবস্থা** (Independent Review Mechanism) গড়ে তুলতে হবে।
- **লক্ষ্যভিত্তিক প্রযুক্তিগত সমাধান** (Targeted Technological Solutions), উন্নত **সাইবার নজরদারি** (Cyber Monitoring) এবং কার্যকর **জনসচেতনতা ও সরকারি যোগাযোগ** (Public Communication) জোরদার করতে হবে, যাতে জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি সাংবিধানিক স্বাধীনতাও সুরক্ষিত থাকে।
- ইন্টারনেট শাটডাউন ক্ষমতার **ইচ্ছামতো** (Arbitrary) বা **অতিরিক্ত** (Excessive) ব্যবহার রোধে **বিচার বিভাগীয় তদারকি** (Judicial Oversight) এবং **আইনসভার পর্যবেক্ষণ** (Legislative Scrutiny) আরও শক্তিশালী করতে হবে।

উপসংহার

ইন্টারনেট শাটডাউন এমন একটি বিষয়, যা **জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা** এবং **সংবিধানপ্রদত্ত স্বাধীনতার** সংবেদনশীল সংযোগস্থলে অবস্থান করে। তাই **আইনের শাসন** (Rule of Law) বজায় রাখা এবং **ডিজিটাল অধিকার** (Digital Rights) সুরক্ষিত রাখা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি নাগরিকদের আস্থা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Q. What do you understand by the concept of "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss. (15 marks)

1.1.3. পথচারীদের অধিকার ও রাস্তার হকারদের জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা সম্ভব?

প্রেক্ষাপট

নিরাপদ ও প্রতিবন্ধকতামুক্ত ফুটপাথে চলাচলের **অধিকারকে (Right to Walk) মৌলিক অধিকার** হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট স্বীকৃতি দেওয়ার পর, কর্ণাটক সরকার বেঙ্গালুরুতে **'সেফ ফুটপাথ ড্রাইভ (Safe Footpath Drive)'** শুরু করে, যার লক্ষ্য ছিল ফুটপাত থেকে অবৈধ দখল (Encroachment) অপসারণ। তবে এই অভিযান Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014-এর বিধান অনুসরণ করছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, এই আইন পথচারীদের নিরাপদ চলাচলের অধিকার এবং রাস্তার হকারদের জীবিকার অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বলে।

ভূমিকা

ফুটপাত পুনরুদ্ধার নিয়ে বিতর্কটি মূলত একটি **সাংবিধানিক ভারসাম্যের প্রশ্ন**। একদিকে পথচারীদের **নিরাপদ জনপরিসরে চলাচলের অধিকার**, অন্যদিকে **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(জি)**-এর অধীনে রাস্তার হকারদের **জীবিকা নির্বাহের অধিকার**—এই দুই অধিকারের মধ্যে সুষম সমন্বয় করাই প্রধান চ্যালেঞ্জ।

রাস্তার হকারি (Street Vending) কেন অপরিহার্য, তবুও নগর শাসনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ?

১. জীবিকার অধিকার বনাম নিরাপদ চলাচলের অধিকার

- রাস্তার হকারি অসংগঠিত (Informal) খাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের উৎস এবং **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(জি)**-এর অধীনে একটি বৈধ পেশা হিসেবে স্বীকৃত।
- একই সঙ্গে **অনুচ্ছেদ ২১**-এর অধীনে নাগরিকদের নিরাপদ ও প্রতিবন্ধকতামুক্ত ফুটপাথে চলাচলের অধিকার রয়েছে।
- তাই এই দুই অধিকারের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

২. সাশ্রয়ী নগর অর্থনীতি বনাম জনপরিসরের সীমাবদ্ধতা

- রাস্তার হকাররা স্বল্পমূল্যে পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ করে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।
- তবে নিয়ন্ত্রণহীন হকারি পথচারীদের চলাচল, জরুরি পরিষেবার প্রবেশ, যান চলাচল এবং **সর্বজনীন প্রবেশযোগ্যতাকে** (Universal Accessibility) ব্যাহত করতে পারে।

৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক নগরায়ণ বনাম দ্রুত নগর সম্প্রসারণ

- ভারতের শহরগুলিতে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির জন্য অসংগঠিত খাতের জীবিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- কিন্তু দ্রুত নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনপরিসর সংকুচিত হওয়ায় ফুটপাত ও রাস্তার ব্যবহার নিয়ে সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. নগর উন্নয়ন বনাম সামাজিক ন্যায়বিচার

- পৌর কর্তৃপক্ষ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনসুবিধা নিশ্চিত করতে চায়।
- কিন্তু **যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া (Due Process)** অনুসরণ না করে উচ্ছেদ করলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জীবিকা বিপন্ন হয় এবং সাংবিধানিক সুরক্ষা ক্ষুণ্ন হয়।

বিচারিক ও আইনগত বিবর্তন

১. Sodan Singh বনাম New Delhi Municipal Committee (১৯৮৯)

- সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে **রাস্তার হকারি একটি বৈধ পেশা**, যা **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(জি)**-এর অধীনে সুরক্ষিত।
- তবে জনস্বার্থে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

২. Maharashtra Ekta Hawkers Union বনাম Municipal Corporation, Greater Mumbai (২০০৪)

- আদালত রায় দেয় যে **হকারদের ইচ্ছামতো উচ্ছেদ করা যাবে না**।
- নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জীবিকার অধিকার এবং জনসুবিধার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

৩. Gainda Ram বনাম Municipal Corporation of Delhi (২০১০)

- সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে **রাস্তার হকারদের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেয়**।
- এই রায়ই পরবর্তীতে **Street Vendors Act, 2014** প্রণয়নের ভিত্তি তৈরি করে।

৪. Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014

- এই আইন রাস্তার হকারদের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি **আইনগত কাঠামো (Statutory Framework)** প্রদান করে।
- এর গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ:
  - **টাউন ভেন্ডিং কমিটি (Town Vending Committee - TVC)** গঠন
  - নিয়মিত সমীক্ষা (Survey)
  - **Certificate of Vending** প্রদান
  - যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষা
- এই আইন জীবিকার অধিকার এবং জনস্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

৫. সাম্প্রতিক সুপ্রিম কোর্টের রায় (২০২৫–২৬)

- সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় স্পষ্ট করেছে যে **নিরাপদ ও প্রতিবন্ধকতামুক্ত ফুটপাথে চলাচলের অধিকার অনুচ্ছেদ ২১**-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- একই সঙ্গে আদালত জোর দিয়েছে যে **পথচারীদের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাস্তার হকারদের জন্য আইনে প্রদত্ত সুরক্ষাও সমানভাবে বজায় রাখতে হবে।**

Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. অধিকারভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো (Balanced Rights-Based Framework)

- এই আইন **নিয়ন্ত্রিত হকারি (Regulated Vending)**-এর মাধ্যমে পথচারীদের নিরাপদ জনপরিসরে চলাচলের অধিকার এবং রাস্তার হকারদের জীবিকার অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

২. টাউন ভেন্ডিং কমিটি (Town Vending Committee - TVC)

- এই আইনের অধীনে **টাউন ভেন্ডিং কমিটি (TVC)** গঠনের বিধান রয়েছে।
- কমিটির অন্তত **৪০% সদস্য রাস্তার হকার** হতে হবে, যাতে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হয়।

৩. রাস্তার হকারদের বাধ্যতামূলক সমীক্ষা (Mandatory Survey of Street Vendors)

- হকারি নিয়ন্ত্রণ বা **ভেন্ডিং জোন** এবং **নো-ভেন্ডিং জোন** নির্ধারণের আগে TVC-কে সকল বিদ্যমান হকারের সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।

৪. ভেন্ডিং সার্টিফিকেট (Certificate of Vending)

- যোগ্য হকারদের **Certificate of Vending** প্রদান করা হয়।
- এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে বৈধভাবে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়।
- তবে এটি **সরকারি জমির ওপর কোনো মালিকানার অধিকার প্রদান করে না।**

৫. স্বেচ্ছাচারী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা (Protection Against Arbitrary Eviction)

- সমীক্ষা সম্পন্ন এবং **Certificate of Vending** প্রদান না করা পর্যন্ত কোনো রাস্তার হকারকে উচ্ছেদ বা স্থানান্তর করা যাবে না।
- এর মাধ্যমে আইনের অধীনে **যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া (Due Process)** নিশ্চিত করা হয়।

Street Vendors Act, 2014 কার্যকর হওয়ার পরও বিদ্যমান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন (Weak Institutional Implementation)

- অনেক শহরে কার্যকর **Town Vending Committee (TVC)** গঠন করা হয়নি অথবা নিয়মিত হকার সমীক্ষা পরিচালিত হয় না।
- ফলে আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

২. অপর্যাপ্ত নগর পরিকল্পনা (Inadequate Urban Planning)

- বৈজ্ঞানিকভাবে ভেন্ডিং জোন নির্ধারণের অভাব এবং শহরের মাস্টার প্ল্যানে রাস্তার হকারদের অন্তর্ভুক্ত না করার ফলে জনপরিসর ব্যবহারে সংঘাত অব্যাহত রয়েছে।

৩. স্বেচ্ছাচারী উচ্ছেদ ও দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা (Arbitrary Evictions and Poor Governance)

- অনেক ক্ষেত্রে **অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান (Anti-Encroachment Drive)** আইনে নির্ধারিত যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই পরিচালিত হয়।
- এটি প্রশাসনিক সমন্বয় ও আইন প্রয়োগের দুর্বলতাকে নির্দেশ করে।

৪. জীবিকার অনিশ্চয়তা (Livelihood Insecurity)

- আইনি সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ রাস্তার হকার নিয়মিত উচ্ছেদ, আয় হ্রাস এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাবের মুখোমুখি হন।

৫. আইন সম্পর্কে সচেতনতার ঘাটতি (Legal and Awareness Deficit)

- হকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে আইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব রয়েছে।
- পাশাপাশি নগর সৌন্দর্যায়ন (Urban Beautification) এবং জীবিকার অধিকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব আইনের কার্যকর বাস্তবায়নকে দুর্বল করে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর ফুটপাত ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়

১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা (Strengthen Institutional Mechanisms)

- প্রতিটি শহরে কার্যকর Town Vending Committee (TVC) গঠন করতে হবে, যাতে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হকার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়।

২. বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও স্থানিক পরিকল্পনা (Scientific Survey and Spatial Planning)

- নিয়মিত GIS-**ভিত্তিক সমীক্ষা** পরিচালনা করতে হবে।
- পথচারী ও যানবাহনের প্রয়োজন বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকভাবে **ভেন্ডিং, সীমিত ভেন্ডিং (Restricted Vending)** এবং **নো-ভেন্ডিং জোন** নির্ধারণ করতে হবে।

৩. আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা (Ensure Rule of Law and Due Process)

- Street Vendors Act, 2014-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- সমীক্ষা সম্পন্ন করা, Certificate of Vending প্রদান এবং উচ্ছেদ বা স্থানান্তরের আগে যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৪. নগর পরিকল্পনায় রাস্তার হকারদের অন্তর্ভুক্ত করা (Integrate Street Vending into Urban Planning)

- শহরের **মাস্টার প্ল্যান**, Smart Cities Mission এবং Transit-Oriented Development (TOD)-এ নির্ধারিত ভেন্ডিং এলাকা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহজপ্রবেশ্য জনপরিসর গড়ে ওঠে।

৫. উন্নত প্রশাসনের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার (Leverage Technology for Better Governance)

- **ডিজিটাল** Certificate of Vending, GIS **ম্যাপিং**, QR-**ভিত্তিক পরিচয়পত্র** এবং **অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি পোর্টাল** চালু করে স্বচ্ছতা, নজরদারি ও পরিষেবা প্রদানের মান উন্নত করতে হবে।

৬. সামাজিক সুরক্ষা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthen Social Protection and Capacity Building)

- রাস্তার হকারদের **সামাজিক নিরাপত্তা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন** এবং **আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা** নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তাঁদের জীবিকা আরও সুরক্ষিত ও স্থিতিশীল হয়।

৭. অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর শাসন (Promote Rights-Based and Inclusive Urban Governance)

- অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পথচারীদের নিরাপদ জনপরিসরে চলাচলের অধিকার এবং হকারদের জীবিকার অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

উপসংহার

Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 নিরাপদ জনপরিসর এবং জীবিকার নিরাপত্তার মধ্যে সাংবিধানিক ভারসাম্য রক্ষা করে। **টেকসই নগর শাসনের জন্য আইনভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা এবং যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ অপরিহার্য**, যাতে শহরগুলো একই সঙ্গে **সহজপ্রবেশ্য** (Accessible) এবং **ন্যায়সঙ্গত** (Equitable) হয়ে উঠতে পারে।

Q. The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 seeks to balance livelihood security with public interest. Discuss the challenges in its implementation and suggest measures for inclusive urban governance. 15 Marks

***

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. ভারতের ফিউচারস অ্যান্ড অপশনস (F&O) এর আকস্মিক বৃদ্ধি করা

কেন এটি সংবাদে রয়েছে

ভারতের **F&O বাজার** এখন বিশ্বের বৃহত্তম বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম, কিন্তু অনুমান-ভিত্তিক খুচরা ট্রেডিংয়ের (speculative retail trading) দ্রুত বৃদ্ধি—যা ঝুঁকি হ্রাস (hedging) এবং মূল্য নির্ধারণের (price discovery) মতো তার মূল উপযোগিতাকে ছাপিয়ে গেছে—তা একটি প্রধান **নিয়ন্ত্রক উদ্বেগের (regulatory concern)** কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফিউচারস অ্যান্ড অপশনস (F&O) বাজার কী?

F & O বাজার হলো **ডেরিভেটিভস বাজার**-এর এমন একটি অংশ যেখানে চুক্তির মূল্য একটি অন্তর্নিহিত সম্পদ (underlying asset) থেকে উৎপন্ন হয়, যেমন:

- **ইকুইটি শেয়ার**
- **স্টক সূচক** (যেমন- Nifty, Sensex)
- **পণ্যসামগ্রী**
- **মুদ্রা**
- **সুদের হার**

প্রাথমিক উদ্দেশ্যসমূহ

- **ঝুঁকি হ্রাস :** প্রতিকূল মূল্যের ওঠানামা থেকে রক্ষা করা।
- **মূল্য নির্ধারণ:** ভবিষ্যতের বাজারের প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করা।
- **তারল্য বৃদ্ধি:** লেনদেন মসৃণ করতে সহায়তা করা।
- **পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা :** বিনিয়োগের ঝুঁকি কমানো।

কেন ভারতের F&O বাজার এত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে?

ডেরিভেটিভস বাজারের এই অসাধারণ বৃদ্ধি বেশ কয়েকটি কাঠামোগত এবং প্রযুক্তিগত কারণ দ্বারা চালিত:

1. **ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি** (Financial inclusivity through digitalisation)
   - স্মার্টফোনের প্রসার এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্টারনেট আর্থিক ট্রেডিং খাতে প্রবেশাধিকার এনে দিয়েছে।
   - **UPI-ভিত্তিক তাৎক্ষণিক তহবিল স্থানান্তর** ট্রেডিংকে ঝামেলামুক্ত করেছে; এই ধরনের উন্নয়ন বাজারে প্রবেশের বাধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে।
2. **ডিসকাউন্ট ব্রোকারেজের উত্থান** (Rise of Discount Brokerages)
   - স্বল্প খরচের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলি লেনদেনের খরচ কমিয়ে এবং অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া সহজ করে ঘন ঘন ট্রেডিংকে উৎসাহিত করেছে।

3. **সাপ্তাহিক মেয়াদোত্তীর্ণ চুক্তি** (Weekly Expiry Contracts)

- **সাপ্তাহিক মেয়াদোত্তীর্ণ অপশন (weekly expiry options)** চালু করার ফলে ট্রেডিংয়ের সুযোগ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিনিয়োগ-ভিত্তিক আচরণের চেয়ে অনুমান-ভিত্তিক (speculative) আচরণকে বেশি উৎসাহিত করেছে।

4. **সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফিনফ্লুয়েন্সার** (Social Media and Finfluencers)

- "দ্রুত ধনী হওয়ার" গল্প এবং **ইন্ট্রাডে ট্রেডিং (Intraday trading)** টিউটোরিয়ালগুলি ট্রেডিংয়ে নামার জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।
- Telegram/WhatsApp ট্রেডিং গ্রুপ এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের নেতৃত্বাধীন স্টক সুপারিশগুলি অনভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অবাস্তব প্রত্যাশা তৈরি করেছে।

5. **আচরণগত মনস্তত্ত্ব** (Behavioural Psychology)

- দীর্ঘদিন ধরে চলা তেজি বাজার (bull market) আর্থিক বাজারের ট্রেডারদের মধ্যে **হারিয়ে যাওয়ার ভয় (FOMO - Fear of Missing Out)** তৈরি করেছে।
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং ভেড়ার পালের মতো অন্ধ অনুকরণ করার মানসিকতা (herd mentality) জুয়া খেলার মতো আচরণকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

F&O বাজারের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

1. **অতিরিক্ত খুচরা অনুমান**

- অন্যতম বড় উদ্বেগ হলো সীমিত আর্থিক জ্ঞানসম্পন্ন খুচরা বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ। **90% এরও বেশি খুচরা ট্রেডার লোকসানের সম্মুখীন হয়েছেন।**
- এর ফলে পারিবারিক সঞ্চয় উৎপাদনশীল বিনিয়োগ থেকে সরে গিয়ে অনুমান-ভিত্তিক বাজি ধরার দিকে চলে যাচ্ছে।

2. **তথ্য ও প্রযুক্তির অসমতা**

- F&O বাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, হেজ ফান্ড, **ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টরস (FPIs)** এবং প্রোপরাইটারি ট্রেডিং ফার্মগুলির আধিপত্য রয়েছে। ফলস্বরূপ, খুচরা বিনিয়োগকারীদের কাছে তুলনামূলক সম্পদের অভাব রয়েছে, যার কারণে একটি অসম প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

3. **অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং**

- অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং মিলিসেকেন্ডের মধ্যে ট্রেড সম্পন্ন করে। SEBI-এর মতে, **প্রাতিষ্ঠানিক মুনাফার 97% অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়।**
- এই চ্যালেঞ্জগুলি বাজারে অন্যায্য সুবিধা তৈরি করে, যা বাজারের সততা এবং ন্যায্যতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায়।

4. **উচ্চ লেনদেন খরচ**

- খুচরা বিনিয়োগকারীরা প্রায়শই ব্রোকারেজ চার্জ, **সিকিউরিটিজ ট্রানজেকশন ট্যাক্স (STT)**, GST, এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন ফি এবং স্ট্যাম্প ডিউটির সম্মিলিত প্রভাবকে অবমূল্যায়ন করেন।

5. **আর্থিক নিরক্ষরতা**

- বেশিরভাগ খুচরা বিনিয়োগকারীর **লিভারেজ (Leverage)**, মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা, **অপশন গ্রীকস (Delta, Gamma, Theta, Vega)**, ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি এবং টাইম ডিকে (সময় ক্ষয়) ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণার অভাব রয়েছে।
- ফলস্বরূপ, অনেকেই ডেরিভেটিভসকে ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার হিসেবে দেখার পরিবর্তে এক ধরনের জুয়া হিসেবে বিবেচনা করেন।

6. **পারিবারিক আর্থিক ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি**

- ক্রমাগত ট্রেডিং লোকসানের ব্যাপক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিণতি রয়েছে—যেমন পারিবারিক সঞ্চয় হ্রাস, অনিরাপদ ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি, ভোগ ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদনশীল সম্পদে কম বিনিয়োগ।
- এটি ভারতের দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি গঠনকে দুর্বল করে।

করণীয় পদক্ষেপ (Way Forward)

1. **বাধ্যতামূলক উপযুক্ততা মূল্যায়ন** (Mandatory Suitability Assessment)
   - ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার আগে একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক যোগ্যতা কাঠামো চালু করা।
   - এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে থাকবে জ্ঞান পরীক্ষা, **ঝুঁকির প্রোফাইলিং** (Risk profiling) এবং ন্যূনতম আর্থিক সক্ষমতা মূল্যায়ন।
2. **আর্থিক সাক্ষরতা শক্তিশালী করা** (Strengthen Financial Literacy)
   - স্কুলের পাঠ্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয়, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগের সাথে আর্থিক শিক্ষাকে একীভূত করে SEBI-এর বিনিয়োগকারী সচেতনতা কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা।
   - এটি **আর্থিক শিক্ষার জন্য জাতীয় কৌশল** (National Strategy for Financial Education)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
3. **ব্রোকারদের বৃহত্তর জবাবদিহিতা** (Greater Accountability of Brokers)
   - বিনিয়োগকারীর উপযুক্ততা মূল্যায়ন করা, আর্থিক ক্ষমতা যাচাই করা এবং অনভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের জটিল ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে ব্রোকারেজ সংস্থাগুলির আইনি বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত।
4. **ফিনফ্লুয়েন্সারদের নিয়ন্ত্রণ করা** (Regulate Finfluencers)
   - SEBI-এর উচিত আর্থিক ইনফ্লুয়েন্সারদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে তাদের সচেতন করা, স্বার্থের সংঘাতের প্রকাশ কার্যকর করা এবং বিভ্রান্তিকর বিনিয়োগ পরামর্শের জন্য শাস্তি প্রদান করা।
5. **দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের প্রচার** (Promote Long-Term Investing)
   - কর ছাড়ের সুবিধা এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ড, SIPs, ETFs এবং মৌলিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সরাসরি ইকুইটি বিনিয়োগে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।
6. **নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে সমন্বয় শক্তিশালী করা** (Strengthen Coordination Among Regulators)
   - পদ্ধতিগত ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য SEBI, RBI, অর্থ মন্ত্রক এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

উপসংহার

যদিও ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ে ভারতের নেতৃত্ব তার আর্থিক পরিশীলিততাকে প্রতিফলিত করে, তবুও খুচরা অনুমানের আকস্মিক বৃদ্ধি গুরুতর নিয়ন্ত্রক এবং সচেতনতার ঘাটতিগুলিকে উন্মোচিত করে। নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই উদ্ভাবনের সাথে শক্তিশালী বিনিয়োগকারী সুরক্ষার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে পুঁজিবাজার যেন অনুমান-ভিত্তিক আধিক্যের পরিবর্তে **বিকশিত ভারত** 2047 (Viksit Bharat 2047)-এর জন্য তথ্যসমৃদ্ধ সম্পদ সৃষ্টিকে পরিচালিত করে।

Q. Derivatives are designed as instruments for risk management, yet they have increasingly become vehicles of speculation. Discuss this statement in the context of India's Futures and Options (F&O) market. Suggest a balanced regulatory framework for sustainable capital market development. (15 Marks, 250 Words)

2.1.2. ভারতের কর্মসংস্থানের বৈপরীত্য: কাঠামোগত অভিঘাত ও লিঙ্গ বৈষম্য

প্রেক্ষাপট

ক্রমবর্ধমান যুব বেকারত্ব এবং অ-কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের সংকোচন বহু মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে আবার কৃষিকাজে ফিরে যেতে বাধ্য করছে। এই **দুর্দশাজনিত কর্মসংস্থান** (distress-driven employment) ভারতের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং **'বিকশিত ভারত (Viksit Bharat)'** গঠনের লক্ষ্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।

ভূমিকা

ভারতের অর্থনীতিকে ধারাবাহিকভাবে **৮%-৯% জিডিপি প্রবৃদ্ধি** বজায় রাখতে হলে **আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার** (Formal Female Labour Force Participation Rate - FLFPR) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে, যা এখনও **৩০%-এর নিচে** রয়েছে। নারীদের **দুর্দশাজনিত কৃষিশ্রম** থেকে **আনুষ্ঠানিক, সুরক্ষিত ও যথাযথ পারিশ্রমিকভিত্তিক কর্মসংস্থানে** স্থানান্তর করা জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (FLFPR)-এর প্রবণতা কী?

১. সাম্প্রতিক FLFPR বৃদ্ধির প্রবণতা

- **পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি সমীক্ষা** (Periodic Labour Force Survey - PLFS) **২০২৩-২৪** অনুযায়ী, নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (FLFPR) **২০১৭-১৮ সালের ২৩.৩% থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৪১.৭%-এ** পৌঁছেছে।
- তবে এই বৃদ্ধি প্রকৃত অর্থে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতিফলন নয়; কারণ এর বড় অংশই **গ্রামীণ নারীদের অবৈতনিক বা অ-পারিশ্রমিকভিত্তিক কাজে যুক্ত হওয়ার ফল।**

২. কৃষিখাতে প্রত্যাবর্তন

- প্রত্যাশিত **কাঠামোগত রূপান্তরের** (Structural Transformation) পরিবর্তে **২০২৩-২৪ সালে গ্রামীণ নারীদের মধ্যে কৃষিখাতে কর্মরতদের হার বেড়ে ৭৬.৯%-এ** পৌঁছেছে।
- এটি একটি **বিপরীতমুখী কাঠামোগত পরিবর্তনের** (Reverse Structural Shift) ইঙ্গিত দেয়, যেখানে অ-কৃষি খাতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাবে নারীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য পুনরায় কৃষিকাজে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন।

৩. অবৈতনিক ও স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি

- সাম্প্রতিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বড় অংশই **গৃহস্থালির কাজ থেকে অবৈতনিক পারিবারিক শ্রম** অথবা **স্বল্প আয়ের স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানে** স্থানান্তরের ফল।
- ফলে এই অংশগ্রহণের বৃদ্ধি প্রকৃত অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিবর্তে **অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যস্ফীতির সঙ্গে টিকে থাকার কৌশল** হিসেবেই প্রতিফলিত হচ্ছে।

নারীদের কর্মসংস্থান অনুপাত (Worker Population Ratio - WPR) বৃদ্ধির গুরুত্ব

১. জিডিপি সম্প্রসারণ

- ভারতের নারীদের WPR **যদি ১০ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়,** তবে দেশের **মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ২ শতাংশ পয়েন্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।**

- কর্মক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ দেশের **মোট শ্রমশক্তি বৃদ্ধি করে**, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষমতা বাড়ায়।

২. অভ্যন্তরীণ চাহিদায় বহুগুণ প্রভাব (Multiplier Effect)

- নারীরা বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থানে যুক্ত হলে **পরিবারের আয় বৃদ্ধি পায়**, যার ফলে **দেশীয় সঞ্চয় ও সামগ্রিক ভোগব্যয় (Aggregate Consumption)** উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন (Human Capital Development)

- মায়েদের আয় বৃদ্ধি পেলে শিশুদের **পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মান** সরাসরি উন্নত হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের মানবসম্পদকে আরও শক্তিশালী করে।

৪. কর্মক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা

- বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা দেখায় যে **লিঙ্গ-বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ (Gender-diverse Workplace)** অধিক **দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা** নিশ্চিত করে।

নারীদের শ্রমবাজারে ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের পথে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. কর্মসংস্থানহীন মূলধন-নির্ভর প্রবৃদ্ধি

- সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মূলত **আইটি (IT)** ও **আর্থিক পরিষেবা (Finance)**-এর মতো **মূলধন-নির্ভর (Capital-Intensive)** খাতে কেন্দ্রীভূত, যা বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে কর্মসংস্থান দিতে সক্ষম নয়।
- অন্যদিকে, **বস্ত্রশিল্প (Textiles)** এবং **ক্ষুদ্র উৎপাদনশিল্প (Small-scale Manufacturing)**-এর মতো **শ্রমঘন (Labour-Intensive)** খাতে **২০১৩ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে কর্মসংস্থানে প্রকৃত হ্রাস** দেখা গেছে।

২. পরিচর্যা ও গৃহস্থালির কাজের 'দ্বৈত বোঝা' (Double Burden of Care Work)

- নারীরা **অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যামূলক কাজের** (Unpaid Domestic and Care Work) প্রধান দায়িত্ব বহন করেন, যার **অদৃশ্য অর্থনৈতিক অবদান জিডিপির প্রায় ৩.১%**।
- এই **সময়ের ঘাটতি (Time Poverty)** নারীদের আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে প্রবেশ বা সেখানে দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার ক্ষেত্রে বড় বাধা সৃষ্টি করে।

৩. অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের আধিক্য (Pervasive Informality)

- কর্মরত নারীদের **৯০%-এরও বেশি** অনানুষ্ঠানিক (Informal) খাতে নিযুক্ত।
- ফলে তারা **সামাজিক সুরক্ষা, শ্রমিক অধিকার এবং মৌলিক আইনি সুরক্ষা** থেকে বঞ্চিত থাকেন।

৪. 'NEET' জনসংখ্যার বৃদ্ধি (Rising NEET Population)

- মাধ্যমিক শিক্ষায় **লিঙ্গসমতা (Gender Parity)** অর্জিত হলেও, **১৫–২৯ বছর বয়সী শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা (Not in Education, Employment or Training - NEET)** তরুণীদের সংখ্যা **২০১৮ সালের মধ্যে ১০ কোটিরও বেশি** হয়ে যায়।
- এটি নারী শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহার না হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

৫. উত্তর–দক্ষিণ কর্মসংস্থান বৈষম্য (North–South Employment Divide)

- **তামিলনাড়ু** উন্নত অবকাঠামো ও উচ্চ সাক্ষরতার কারণে **ভারতের নারী কারখানা শ্রমিকদের ৪০%-এরও বেশি** কর্মসংস্থান প্রদান করে।

- বিপরীতে, **হিন্দি বলয়ভুক্ত রাজ্যগুলো** উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, **বিহারে নারীদের কর্মসংস্থান অনুপাত (WPR) মাত্র ১৫%।**

অগ্রগতির পথ

১. শ্রমঘন উৎপাদনশিল্পকে উৎসাহিত করা

- **প্রোডাকশন-লিঙ্কড ইনসেনটিভ** (Production-Linked Incentive - PLI)-এর মতো জাতীয় প্রকল্পগুলোকে **বস্ত্র, জুতো এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ**-এর মতো নারী-কেন্দ্রিক শ্রমঘন শিল্পে আরও জোরালোভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য পুনর্গঠন করতে হবে।

২. সামাজিক অবকাঠামোতে বিনিয়োগ

- রাজ্য সরকারগুলিকে **কমিউনিটিভিত্তিক শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র** (Childcare Centres), **প্রবীণ পরিচর্যা পরিষেবা এবং নিরাপদ কর্মজীবী নারী হোস্টেল** গড়ে তুলতে হবে, যাতে গৃহস্থালির দায়িত্বের দ্বৈত বোঝা কমানো যায়।

৩. কর্মসংস্থান পরিমাপের পদ্ধতির সংস্কার

- **জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর** (National Statistical Office - NSO)-এর সমীক্ষায় **টাইম ইউজ সার্ভে** (Time Use Survey) আরও কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে নারীদের অবৈতনিক পরিচর্যামূলক কাজের যথাযথ পরিমাপ ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

৪. দক্ষিণ ভারতের শিল্পায়ন মডেলের অনুসরণ

- উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিকে **সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা** এবং **সর্বজনীন নারীশিক্ষায়** অধিক বিনিয়োগ করতে হবে, যাতে **তামিলনাড়ুর শিল্পখাতে নারীর সফল অংশগ্রহণের মডেল** অনুসরণ করা যায়।

৫. স্বনিযুক্ত নারীদের ক্ষমতায়ন ও আনুষ্ঠানিকীকরণ

- **স্বনির্ভর গোষ্ঠী** (Self-Help Groups - SHGs)-কে **আনুষ্ঠানিক ঋণপ্রতিষ্ঠান, ডিজিটাল আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের** সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করতে হবে।

৬. লক্ষ্যভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন

- **স্বাস্থ্যসেবা, লজিস্টিকস এবং ডিজিটাল পরিষেবা**-এর মতো উদীয়মান খাতের চাহিদা অনুযায়ী **অঞ্চলভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ** (Vocational Training) চালু করতে হবে, যাতে কৃষি থেকে অন্যান্য খাতে কর্মসংস্থানে স্থানান্তর সহজ হয়।

উপসংহার

নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (FLFPR)-এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগত বৃদ্ধি **প্রকৃত কাঠামোগত ক্ষমতায়নের চেয়ে অর্থনৈতিক দুর্দশারই প্রতিফলন**। তাই নারীদের জন্য **আনুষ্ঠানিক, নিরাপদ ও উচ্চমানের কর্মসংস্থান** সৃষ্টি করা এখন সময়ের দাবি। এর মাধ্যমে ভারতের **জনমিতিক সুবিধা** (Demographic Dividend)-কে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো এবং **অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন** নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

Q. Examine the causes of India's fluctuating Female Labour Force Participation Rate (FLFPR) and suggest measures to ensure qualitative economic inclusion. (10 Marks)

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM

IAS 10-Month GS PCM

Degree + IAS

Prelims Test Series

Click here to watch this video